6

দৈনিক বাংলা

তারিখ 03 AUG 1991

পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস

দেশের শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এখন একটি জাতীয় সমস্যায় রূপ নিয়েছে। দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাসী তৎপরতা দূর করে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনা একান্ত জরুরী।

সন্ত্রাস দমনে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষসমূহের নমনীয় মনোভাব, ভয়ভীতি বা রাজনৈতিক চাপের মুখে পক্ষপাতমূলক আচরণ এবং সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক ও পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণ না করার কারণেই শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনৈতিক চাপ ও ভয়ভীতি হুমকি উপেক্ষা করে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত ব্যবস্থা বন্ধ হবে বলেই আমরা মনে করি। সন্ত্রাসীদের দমন করার জন্য রাজনৈতিক দলসমূহের মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকার কোন যৌক্তিকতা নেই। কারণ শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব রাজনৈতিক দলের নয়। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেই এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। তারা যদি ভয়ভীতির উর্ধ্বে উঠে, যে কোন অবৈধ চাপকে উপেক্ষা করে, নিরপেক্ষভাবে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তবে কোন ছাত্র সংগঠন বা রাজনৈতিক দলেরই এ বিষয়ে বলার কিছু থাকবে না। তারা সন্ত্রাসীদের পক্ষে এগিয়ে এলে সন্ত্রাসকারীদের মদদকারী বলেই তারা চিহ্নিত হবেন।

সম্প্রতি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হলে রাজনৈতিক দলগুলি তা সমর্থন করবে কিনা সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আইন যেমন কারো সমর্থনের প্রত্যাশী নয় তেমনি তা কারো বিরোধীতারও পরোয়া করে না। আইনকে তার নিজস্ব গতিতেই চলতে দেয়া বাঞ্ছনীয়। কোন বেআইনী কর্মকান্ড দমন যদি কারো সমর্থন করা না করার উপর নির্ভর করে, তবে দেশে আইনের শাসন বলে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। যেখানে আমরা একজন সাবেক রাষ্ট্রপতিকে অবৈধ অস্ত্র রাখার দায়ে দন্ড দিয়ে আইনের শাসনকে সমুন্নত করেছি, প্রমাণ করেছি আইনের চোখে সবাই সমান, সেখানে শিক্ষাঙ্গনে মুষ্টিমেয় ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসবাদী দিনের পর দিন অবৈধ অস্ত্র প্রদর্শন করে যাবে আর তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে সভা সম্মেলন করতে হবে এটা শুধু দুঃখজনকই নয়, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠারও অন্তরায়। আইনের এই দ্বিধাবিত, প্রয়োগ দেশে আইনের শাসনকেই বিপর্যস্ত করবে আইনের প্রতি জনগণের আস্থা বিনষ্ট করবে; বেআইনী কর্মকান্ডে উৎসাহিত করবে, যার পরিণতি দেশের জন্য মোটেও শুভ হবে না। কিছু সংখ্যক অবৈধ অস্ত্রধারীর কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী জিম্মি হয়ে আছে। তাদের হাতে ইতিমধ্যে অনেকে প্রাণ দিয়েছে। অনেকে আহত হয়েছে।

আমরা আশা করবো, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কারো সমর্থন বা বিরোধিতার কথা চিন্তা না করে, ভয়ভীতি, অবৈধ চাপ, হুমকিকে অগ্রাহ্য করে দলমত নির্বিশেষে নিরপেক্ষভাবে সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করে প্রাতিষ্ঠানিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং এই ব্যবস্থা ব্যর্থ হলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাহায্য নিয়ে তাদের নির্মূল করবেন।

—সুনাগরিক,
মিরপুর—১১, ঢাকা।